দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ .. JUN. 25 1999
পৃঃ ১৫ কলাম ৩

60

৮ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার পর ২ বছর কারিগরি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করুন

তাসমিমা হোসেন

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ জাতীয় সংসদে ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট আলোচনা করিয়া জাতীয় পার্টির তাসমিমা হোসেন প্রাথমিক শিক্ষাকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত করিয়া ইহার পর ২ বছর কারিগরি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এই প্রস্তাব অনুযায়ী যদি গ্রামে গ্রামে

(১৫শ পৃষ্ঠায় ৭-এর কঃ দ্রঃ)

৮ম শ্রেণী পর্যন্ত

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ব্যবস্থার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তাহা আমরা খুব অল্প সময়ের মধ্যে দক্ষ মানব ন তৈরী করিতে সক্ষম হইব। তিনি বলেন, বরাদ্দ বৃদ্ধি নয়, প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং র পাঠ্যসূচীকে বাস্তবমুখী ও জীবনধর্মী এবং মিক স্কুল শিক্ষকদের নূতন ও যুগোপযোগী ক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

গতকাল (বৃহস্পতিবার) সকালের বেশনে বাজেট আলোচনায় অংশগ্রহণ য়া তিনি এ কথা বলেন। তিনি বলেন, কোন জটেরই সবকিছুই খারাপ বা সবকিছুই ভাল হইতে পারে না। তাহার পরেও দুঃখ লাগে খন দেখি গণতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থার তোয়াক্কা না করিয়া এমনকি বাজেট প্রস্তাবনার কোন রকম বিশ্লেষণ না করিয়াই বাজেট ঘোষণার সাথে সাথে হরতাল পালন করিতে দেশবাসীকে বাধ্য করাটা কতটুকু যৌক্তিক হইয়াছে তাহা প্রধান বিরোধী দলকে গভীরভাবে ভাবিয়া দেখার আহবান জানাইতেছি।

তিনি বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তাদের জন্য কর্মসূচী গ্রহণের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, বাজেটে ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হইলেও মূলে তাকানো হয় নাই। অর্থাৎ নারীর মর্যাদা বিষয়ে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ও জাতীয় নারী উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্য পূরণে এই বাজেটে বরাদ্দ নাই। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ৩৩৬ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হইয়াছে বলিয়া প্রধানমন্ত্রী প্রশ্নোত্তর পর্বে জানাইলেও ইহার কোন আভাস বাজেটে নাই।

তিনি বলেন, প্রবৃদ্ধি লইয়া বর্তমান অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে আগের অর্থমন্ত্রীর বিতর্ক দেখিয়াছি। শুধু প্রবৃদ্ধিকে উন্নয়নের সূচক ধরার রেওয়াজ অনেক দেশে পরিত্যক্ত হইয়াছে। মানব সম্পদ উন্নয়ন তথা জীবনযাত্রার মান বাড়ানোই হইল আসল কথা। এই কথা বলিয়াই অমর্ত্য সেন নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন। আমরা তাঁহাকে নাগরিকত্বও দিয়াছি। যদিও কাজ করিতেছি তাহার দৃষ্টিভঙ্গির উল্টা।

তিনি শিক্ষা খাতে ব্যয় বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, ইহার পরেও শিক্ষার মানের অবনতি হইয়াছে, নকল প্রবণতা বাড়িয়াই চলিতেছে। প্রশ্নপত্র ফাঁস, নকল নম্বরপত্র দিয়া ভর্তি ইত্যাদি তো রহিয়াছেই, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও মৌলিক গবেষণাকর্ম হয় না। অর্থাৎ যে ব্যয় বৃদ্ধি করা হইতেছে তাহার একটি বড় অংশেরই অপচয় হইতেছে।

তিনি বলেন, এই বাজেটের সবচাইতে দুর্বল দিক হইতেছে ব্যাপক হারে বেকারত্ব বাড়িতেছে, অথচ বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্যই বাজেটে সুনির্দিষ্ট কোন প্রস্তাব নাই। সরকার প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলিতেছে অথচ আজ পর্যন্ত উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ গঠন করিতে পারিতেছে না। উপজেলা পরিষদ পুনর্গঠিত হইলেও ইহার জন্য কোন বরাদ্দ রাখা হয় নাই।

তিনি পুলিশ খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি প্রসঙ্গে বলেন, ইহা সত্ত্বেও পুলিশের অদক্ষতা, অসততা, পুলিশের ত্রুটি-বিচ্যুতি, নিগৃহীত করার ঘটনা ঘটিতে থাকিলে এই রকম বরাদ্দ বৃদ্ধিকে সমর্থন করিতে পারি না।

তিনি বলেন, সর... করিতে ভ্যাট বস... গরীবের ...